ফযায়িলে দোয়া কিতাব থেকে নেয়া বিষয়বস্তুর পঞ্চম অংশ

কোন দোয়া না করা উচিত?

লিখক: রঈসুল মুতাকাল্লিমিন মাওলানা নকী আলী খাঁন
ব্যাখ্যাকারী: আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন
উপস্থাপনায়: আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোয়াটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ**! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১/৪০ পৃষ্ঠা)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকারগ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১ খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে **মাকতাবাতুল মদীনা** থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু **"ফযায়ীলে দোয়া"** এর ১৭২-১৯৩ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

কোন দোয়া না করা উচিৎ

আত্তারের দোয়া

হে দয়ালু প্রতিপালক! যে কেউ **"কোন দোয়া না করা উচিত?"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে সত্যিকার অর্থে দোয়া করার তৌফিক দান করো এবং বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত আল্লামা মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: যখন কোন মজলিশে (অর্থাৎ মানুষের মাঝে) বসো এবং বলো: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد তবে **আল্লাহ পাক** তোমার উপর একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন, যে তোমাকে গীবত করা থেকে বিরত রাখবে। আর যখন মজলিশ থেকে উঠে যাও তখন বলো: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد তবে ফিরিশতা মানুষকে তোমার গীবত করা থেকে বিরত রাখবে।

(আল কওলুল বদী, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

সপ্তম অধ্যায়: কোন কোন বিষয়ে দোয়া না করা উচিৎ?

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: এতে পনেরটি মাসআলা রয়েছে, বারটি রচয়িতার বাণী এবং তিনটি এই অধমের আরয।[১]

১. অর্থাৎ হযরত প্রণেতা رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর বারটি বাণীর পাশাপাশি এই অধমের তিনটি আরযও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

www.dawateislami.net

মাসআলা নং ১: দোয়ায় সীমা অতিক্রম না করা, যেমন; আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর মর্যাদা বা আকাশে চড়ার আকাঙ্ক্ষা করা, অনুরূপভাবে যে বিষয় **মুহাল**[১] (অসম্ভব) বা অসম্ভবের নিকটবর্তী, তা প্রার্থনা না করা। (اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ)[২]

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **"দুররে মুখতার"** ইত্যাদিতে এরই প্রেক্ষিতে রয়েছে: সর্বদার জন্য সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা যে, মানুষ সারা জীবন কখনো যেনো কোন কষ্টে পতিত না হওয়াও মুহালে আদী[৩]।[৪]

বাণী: কিন্তু হাদীস শরীফে রয়েছে:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَتَمَامَ الْعَافِيَةِ وَدَوَامَ الْعَافِيَةِ

"ইলাহী! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি নিরাপত্তা এবং স্থায়ী নিরাপত্তা ও সর্বদা নিরাপত্তার।"[৫]

---

১. **মুহাল:** যার অস্তিত্ব গোপন নয়, যেমন; শরীর নড়াছড়া ও শান্ত থাকা প্রকাশ হওয়া বা গোপন থাকা উদ্দেশ্য না হওয়া, যেমনটি **আল্লাহ পাকের** অংশিদারিত্বের অস্তিত্ব। ("আল মু'তাকাদুল মু'তাকাদ" (অনুদিত), ৩৪ পৃষ্ঠা)

মুহাল তিন ধরনের: (১) মুহালে আকলী (২) মুহালে শরয়ী (৩) মুহালে আদী। এসম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য "**আল মু'তাকাদুল মু'তাকাদ**" অধ্যয়ন করুন।

২. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "**আল্লাহ** পছন্দ করেন না সীমা অতিক্রম কারীদের।" (পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৯০)

৩. **মুহালে আদী** দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সাধারনত বা স্বভাবত এরূপ হয় না কিন্তু এরূপ হওয়া অসম্ভবও নয়, কখনো কোন কারণে হতেও পারে, যেমন; কোন ব্যক্তির সর্বদা সুস্থ থাকা, অসুস্থ না হওয়া।

৪. "আদ দুররুল মুখতার", কিতাবুস সালাত, ২/২৮৭।

৫. "জামেউল আহাদীস" লিস সুয়ূতু, আল মাসানিদু ওয়াল মারাসিল, মুসনাদু আলী বিন আবী তালিব, ১৫/৩৪৩, হাদীস ৬০৬৮।

www.dawateislami.net

কিন্তু "تَمَامَ الْعَافِيَةِ" দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়া এবং শরীরের নিরাপত্তা, সর্বপ্রকার বিপদ দ্বারা উদ্দেশ্য হয়, যা আসলেই বিপদ, বা সহ্য ক্ষমতার বাইরে যদিওবা এতে প্রতিদান ও নেয়ামত দান করা হয়।[১] দ্বীনের মধ্যে আদর্শগতভাবে ও কার্যতভাবে কোন ধরনের ভূল অবশ্যই বালা এবং অন্তরে দুঃখ ও আখিরাতের চিন্তা ছাড়া ও সবধরনের বেদনা ও কষ্ট অবশ্যই দুঃখ ও কষ্টই আর শরীরের জন্য কখনো কখনো সামান্য জ্বর, সর্দি, মাথা ব্যথা এবং এরূপ হালকা রোগ বালা নয় নেয়ামত বরং তা না হওয়াই বালা, **আল্লাহ**র বান্দাদের উপর যদি চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে যেতো যে, কোন রোগ ও দুঃখ আসেনি তবে তাওবা করতেন: **আল্লাহ** না করুক রহমতের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেননি তো। হ্যাঁ! কঠিন রোগ যেমন; পাগলামী ও কুষ্ট, ধবল ও অন্ধত্ব, প্লেগ[২] বা সাপে দংশন

---

১. কিন্তু এখানে হাদীসে পাকে "تَمَامَ الْعَافِيَةِ" দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়া এবং শরীর ও রূহের সকল বালা থেকে নিরাপদ হওয়া উদ্দেশ্য অথবা অসহ্য বালা থেকে নিরাপদ হওয়াই উদ্দেশ্য, যদিওবা এতে ধৈর্যধারন করাতেও প্রতিদান ও সাওয়াবের কারণ, সংক্ষিপ্তাকারে হলো যে, "تَمَامَ الْعَافِيَةِ" দ্বারা সকল প্রকার বালা থেকে নিরাপদ হওয়া কখনোই উদ্দেশ্য নয়, কেননা অনেক বালা যেমন; হালকা জ্বর, সর্দি, মাথা ব্যথা ইত্যাদি বিপদ সেই বালা নয় বরং এক প্রকার নেয়ামত, যেমনটি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সামনে স্বয়ং ব্যাখ্যা করছেন।

২. **পাগলামী:** "পাগলামী এমন একটি মানসিক বিকৃতিকে বলা হয়, যাতে সাধারনত নিজের অভ্যাস অনুযায়ী মানুষের বাণী ও কর্ম সমূহ অবশিষ্ট থাকে না, হোক তা প্রাকৃতিক বা জন্মগত বা পরে কোন রোগের কারণে হলো।"

("আল কামুসুল ফাকহী" ৬৯ পৃষ্ঠা) ☞

www.dawateislami.net

করা, পুড়ে যাওয়া, ডুবে যাওয়া, চাপায় পড়া, পড়ে যাওয়া এবং এর ন্যায় অন্যান্য রোগ বালাই, যদিওবা তা মুসলমানের গুনাহের কাফফারা ও প্রতিদান, সাক্ষ্য ও রহমত স্বরূপ, অবশ্য বালা এবং (لَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ)[১] এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং এর থেকে নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হলো এবং তাই হাদীস শরীফে: أَعُوْذُ بِكَ مِنْ سَيِّءِ الْأَسْقَامِ[২] মন্দ রোগের কয়েদ লাগিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করা

☜ **কুষ্ঠ:** "একটি রোগ যাতে শরীরে সাদা সাদা দাগ হয়ে যায়, রোগের আধিক্যের কারণে অঙ্গগুলোও গলে যায়।" **("উর্দূ লুগাত", ৬/৫৫৪)**

ধবল: ঐ প্রবল সাদা রোগ, যা পরিপূর্ণভাবে শরীর বা এর কিছু অংশে হয়ে থাকে, যা পুরো শরীরে সংক্রমন হয়ে যায় এবং বৃদ্ধি পায়, এমনকি সেই সাদা অংশ পুরো শরীরে ছেয়ে যায়, তা দূর্বলতা এবং অক্ষম করে দেয়ার মতো রোগ। **("আর রহমাতু ফিত ত্বিব ওয়াল হিকমাতি" লিস সুয়ূতী, আল বাবুস সামিন ওয়াল আরবাউন ওয়া মিয়াতি, ১৭৫ পৃষ্ঠা)**

প্লেগ: একটি মহামারী, যাতে একটি ফোঁড়া বগল বা রানে হয় এবং এর বিষে মানুষ খুবই কম বাঁচতে পারে, এতে সাধারনত বমি, বেহুঁশ এবং হৃদরোগ (যাতে হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়) বৃদ্ধি পায়। **("উর্দূ লুগাত", ১৩/৫৩)**

প্লেগ থেকে পালানো সম্পর্কে ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পুস্তিকা: **"তায়সীরুল মাউন লিল সাকনি ফিত তাউন"** ফতোয়ায়ে রযবীয়া ২৪তম খন্ডের ২৮৫ পৃষ্ঠায় পর্যবেক্ষণ করুন।

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "আমাদের উপর ঐ বোঝা অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই।" **(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৬)**

২. অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! আমি বড় রোগ থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। **"সুনানে আবী দাউদ", কিতাবুল বিতর, বাবু ফিল ইস্তিয়াযাতি, ২/১৩২, হাদীস ১৫৫৪**

www.dawateislami.net

হয়েছে, তবে "تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَدَوَامَ" এর এটাই সঠিক এবং ফুকাহাদের বাণীতেই দ্বন্দ্ব নিরসন।[১]

অনুরূপভাবে আল্লামা কারাফী ও আল্লামা লুকানী প্রমূখ এর দ্বারাই গন্য করেছেন: উভয় জগতের কল্যাণ প্রার্থনা করা অর্থাৎ যদি এই উদ্দেশ্য হতো যে, স্থায়ী সব কল্যাণ দাও যে, এই গুণাবলীর মাঝে আম্বিয়াগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام মর্যাদাও রয়েছে, যা তার অর্জিত হবে না।[২]

আর তা এতেই অন্তর্ভূক্ত, এরূপ কাজ পরিবর্তন হওয়ার জন্য দোয়া প্রার্থনা করা যার উপর কলম চলে থেমে গেছে, যেমন; লম্বা ব্যক্তির এরূপ বলা: আমার উচ্চতা কমিয়ে দাও বা ছোট চোখ বিশিষ্টরা: আমার চোখ বড় হয়ে যাক।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদিওবা অসম্ভব ছাড়া আসলে সক্ষমতার দক্ষতা নাই, সবকিছুই **আল্লাহ পাকে**র কুদরতের অধীন। কিন্তু স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়ের আবেদন করা শুধুমাত্র আম্বিয়া ও আউলিয়াদের মুজিযা ও কারামত প্রকাশের সময় বাণী ও উপদেশ ও তাদের উপর দলীল প্রতিষ্ঠা করার জন্য **আল্লাহ পাকে**র আদেশে জায়িয। অন্যদের কারণে এরূপ বিষয় প্রার্থনা করা নিজের

---

১. আমাদের উল্লেখিত বর্ণনায় সেই হাদীস যাতে **"ইলাহী**! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি নিরাপত্তা এবং স্থায়ী নিরাপত্তা ও সর্বদা নিরাপত্তার।" বলা হয়েছে এবং ফুকহাদের বাণী যা এখনই **"রদ্দুল মুখতার"** এর উদ্ধৃতিতে অতিবাহিত হয়েছে যে, "সর্বদার জন্য সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করা যে, মানুষ সারা জীবন কোন ধরনের কষ্টে পতিত না হওয়াও মুহালে আদী"।

২. "আনওয়ারুল বারুক", আল ফরকিস সালিস ওয়াস সাবউনা ওয়াল মিয়াতানে, আল কিসমুস সানী, ৪/৪৫৩।

www.dawateislami.net

সীমা লঙ্ঘন করা এবং বোকামী ও নির্বুদ্ধিতায় পতিত হওয়া। (كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ)

"যেমনটি কেউ পানির সামনে আপন হাতের তালুদ্বয় প্রসারিত করে বসে থাকে এ জন্য যে, সেটা তার মুখে পৌঁছে যাবে আর তা কখনো পৌঁছাবে না" (পারা ১৩, সূরা রা'দ, আয়াত ১৪)

মাসআলা নং ২: নিছক ও বেহুদা দোয়া না করা।

ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বর্ণনা করেন: বনী ইসরাঈলে সান্নুস[১] নামক এক ব্যক্তি ছিলো, তাকে আদেশ দেয়া হলো যে, তিনটি দোয়া তোমার কবুল হবে, সে তার স্ত্রীর জন্য দোয়া করলো, বনী ইসরাঈলের সকল মহিলাদের চেয়ে বেশি সুন্দর হয়ে গেলো, গর্ব ও অহঙ্কার করতে লাগলো এবং স্বামীকে বিরক্ত করতে লাগলো, একদিন তার প্রতি বিরক্ত হয়ে বললো: খোদা তোমায় কুকুর বানিয়ে দিক, সাথেসাথেই কুকুর হয়ে গেলো অতঃপর ছেলেদের সুপারিশে তার জন্য দোয়া করলো: ইলাহী! তাকে আসল আকৃতিতে ফিরিয়ে দাও, যে আকৃতি পূর্বে ছিলো তেমনই হয়ে গেলো এবং এভাবে তার তিনটি দোয়াই অহেতুক নষ্ট হয়ে গেলো।[২]

মাসআলা নং ৩: গুনাহের দোয়া না করা, যেমন- আমি যেনো অন্যের সম্পদ পেয়ে যাই বা কোন দুশ্চরিত্রা মহিলাকে যেনা করি, কেননা গুনাহের আকাঙ্ক্ষাও গুনাহ।

---

১. قد وجدنا اسمه: يسوس

২. "তাফসীরে বাগভী", আল আরাফ, ১৭৫নং আয়াতের পাদটিকা, ২/১৮০।
"তাফসীরে খাযিন", আল আরাফ, ১৭৫নং আয়াতের পাদটিকা, ২/১৬০।

www.dawateislami.net

মাসআলা নং ৪: সম্পর্ক ছিন্ন (অর্থাৎ আত্মীয়দের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন) করার দোয়া না করা, যেমন; অমুক ও অমুক আত্মীয়ের মাঝে ঝগড়া হয়ে যাক।

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "মুসলমানের দোয়া কবুল হয়, যতক্ষণ অত্যাচার ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার আবেদন না করে।"[১]

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করারও এক ধরনের গুনাহ, যাকে কঠোরতার কারণে বিভিন্ন হাদীসের অধ্যায়ে গুরুত্ব সহকারে গুনাহের সাথে সামঞ্জস্য করেছেন: "ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم" (যতক্ষণ পর্যন্ত গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দোয়া না করে)[২] তাই কিতাব প্রণেতা আল্লামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসের অনুসরন এই মাসআলাকে আলাদা করেননি।

মাসআলা নং ৫: আল্লাহ পাকের নিকট নিকৃষ্ট বস্তু প্রার্থনা না করা, কেননা **আল্লাহ পাক** হচ্ছেন ঐশ্বর্যশালী, যদি সমস্ত সৃষ্টিকে একই মুহূর্তে তাদের আকাঙ্ক্ষা থেকেও বেশি দান করা হয়, তবু তাঁর ধনভান্ডারের কোনই ক্ষতি হবে না।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন **আল্লাহ পাকের** নিকট চাইবে, তবে জান্নাতুল ফিরদাউস চাও, কেননা তা জান্নাতের মাঝামাঝি ও সর্বোত্তম জান্নাত এবং এর উপর হলো

---

১. "সুনানে তিরমিযী", কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু মা'জাআ আন্না দাওয়াতিল মুসলিম মুসতাজাবাতি, ৫/২৪৮, হাদীস ৩৩৯৬।
২. প্রাগুক্ত।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্‌র আরশ আর এর থেকে প্রবাহিত জান্নাতের নদী সমূহ।"[১]

আর এটাও এসেছে: "যখন তুমি দোয়া করবে, বেশি পরিমাণে চাও, কেননা তুমি দয়ালূ থেকেই চাচ্ছো।"[২]

হে প্রিয়! **তিনি** অতিশয় দয়ালূ ও করুণাময়, না চাইতেই অসংখ্য নেয়ামত তোমার আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতার চেয়েও বেশি তোমাকে দান করে থাকেন। যদি তুমি **তাঁর** কাছ থেকে চাও তবে কিই বা পাবে না। আর কত সুন্দরই না বলা হয়েছে,

آنکه ناخواسته عطا بخشد

گر تو خواهش کنی چها بخشد[৩]

بادشاهست او اگر خواهد

هر دو عالم بیک گدا بخشد[৪]

আর তা যা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: "জুতার চামড়া ছিড়ে গেলে তাও **আল্লাহ পাক** থেকে চাও।"[৫] আর কিছু মুখাতাবাতে মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তে বর্ণিত রয়েছে: "হাঁড়ির লবনও আমার কাছ থেকে চাও।"[৬]

---

১. "সহীহ বুখারী", কিতাবুত তাওহীদ, বাবু (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ), ৪/৫৪৭, হাদীস ৭৪২৩।

২. "সহীহ ইবনে হাব্বান", কিতাবুল আদইয়্যাতি, যিকরি ইস্তহাবাবিল ইসকার ফিস সাওয়াল..., ২/১২৪, হাদীস ৮৮৬।

৩. না চাইতেও দান করেন, বঞ্চিত হয়ে কখনো ফিরেনি
ফরিয়াদ যদি তুমি করো কভু, অতঃপর দেখো দানের বর্ষন

৪. তুমি বাদশাহ হে আমার মালিক! ভিক্ষুককে তুমি
যদি চাও দান করে দাও উভয় জগত এক মুহূর্তেই

৫. "সুনানে তিরমিযী", কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু লাইসাল আহাদুকুম রাব্বিহি হাজাতিহি কালহা, ৫/৩৪৯, হাদীসা ৩৬২৩।

৬. "সুনানে তিরমিযী", কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু লাইসাল আহাদুকুম রাব্বাহু হাজাতিহি কুল্লহা, ৫/৩৪৯, হাদীস ৩৬২৪।

www.dawateislami.net

উদ্দেশ্য হলো, তোমার সকল মনযোগ আমার দিকে রেখেই অন্যদের কাছ থেকে মূলত সম্পর্ক রেখো না, যাই চাইবে আমার নিকটই চাও, যদি কখনো কখনো নগন্য ও নিকৃষ্ট জিনিসের প্রয়োজন হয়, আমার নিকট চাও, শুধু এটা নয় যে, নিকৃষ্টই চাইবে। আর গবেষনা হলো, এই কাজটি অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন হয়ে থাকে, যখন **আল্লাহ**র সাধারন দয়া ও ক্ষমতা এবং নিজের অক্ষমতা ও প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি থাকে আর তার নিকৃষ্ট জিনিসের প্রয়োজন হয়, অন্যের নিকট চাওয়া এবং অন্যের সামনে হাত প্রসারিত করা কবুল না করা, এই ধরনের চাওয়া **আল্লাহ পাকে**র নিকট সমস্যা নাই, তবে হ্যাঁ বিনা প্রয়োজনে নিকৃষ্ট জিনিস চাওয়া নির্বুদ্ধিতা, উন্নত জিনিস চাও যে, **আল্লাহ পাক** দয়ালূ এবং সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: দুনিয়া নিকৃষ্ট এবং এর সকল মালামাল অত্যাধিক হওয়ার পরও সামান্য (قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ)[১] সে মুসলমানদের জন্য সফরের পাথেয় এবং চাহিদা অনুযায়ী পাথেয় প্রয়োজন হয়, অতিরিক্ত নয়, সুতরাং এতে আরো অধিক পাওয়ার লোভ অপছন্দনীয় (اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ)[২]

---

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপনি বলে দিন, 'পার্থিব ভোগ সামান্য।
(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ৭৭)

২. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে সম্পদের অধিক কামনা। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কবরসমূহের মুখ দেখেছো।
(পারা ৩, সূরা তাকাসুর, আয়াত ১-২)

www.dawateislami.net

আর শরয়ী অপ্রয়োজনে অন্যের দরজায় ভিক্ষা করার অনুমতি নেই, তবে এখন চাহিদা বিদ্যমান এবং অন্যের নিকট চাওয়া পছন্দনীয় নয় আর আধিক্যের লোভও অপছন্দনীয়, নিঃসন্দেহে লবণের কণাও **আল্লাহ পাকে**র নিকটই চাইবো আর এর স্থলে এটা বলবো না যে, লবণের পাহাড় দিয়ে দাও বা টাকার প্রয়োজন হলে তবে কোটি কোটি টাকা দিয়ে দাও যে, এক পয়সা ও কোটি কোটি স্বর্ণমূদ্রা নিকৃষ্ট ও তুচ্ছ হওয়াতে উভয়ই সমান, এটা "كرّ إلى ما منه فرّ"[১] হয়ে যাবে। আখিরাতের নেয়ামতের বিরোধীতা হলো, এতে আধিক্য চাওয়া ও উদ্দেশ্য এবং **আল্লাহ**র দান অপরিসীম অতএব কমে অল্পেতুষ্টিতা কেন করবো!

وللّٰہ الحمد

মাসআলা নং ৬: দুঃখ ও কষ্টে নিপতিত হয়ে নিজের মৃত্যুর জন্য দোয়া না করা, কেননা মুসলমানের জন্য তার জীবন তার জন্য গণিমত।

আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: এক ব্যক্তি শহীদ হলো, একবছর পর তার ভাইও মারা গেলো। তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ স্বপ্নে তাকে দেখলেন: শহীদের পূর্বে সে বেহেশতে যাচ্ছে। স্বপ্নটি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বর্ণনা করা হলো এবং শহীদের পূর্বে জান্নাতে যাওয়ার বিষয়ে আশ্চর্য হয়ে ইরশাদ করলেন: যে পরে মারা গেছে, সে কি একটি রমযানের রোযা রাখেনি! আর এক বছরের নামায আদায় করেনি! অর্থাৎ এটা আশ্চর্যের নয় যে, এর ইবাদত তার

১. অর্থাৎ এক বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে আরেক বিপদে ফেঁসে যাওয়া।

www.dawateislami.net

ইবাদত থেকে বেশি।[১]

হে প্রিয়! সেখানকার জন্য কি জমা করেছো যে, এখান থেকে পালাতে চাও? যদি মৃত্যুর কঠোরতা ও প্রচন্ডতা সম্পর্কে অবহিত হতে তবে আকাঙ্ক্ষা করতে, আহ! যদি দুনিয়ার কষ্ট আমার উপর হোক এবং কিছুদিন মৃত্যু থেকে বাঁচার সুযোগ অর্জন হোক।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কষ্টের কারণে মৃত্যু কামণা করো না, যদি অসহায় হয়ে যাও: (اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ)

"হে আমার মালিক! আমাকে জীবিত রাখো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন আমার হকে উত্তম এবং আমার ওফাত দাও যখন মৃত্যু আমার হকে উত্তম হবে।"[২]

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো: উত্তম ব্যক্তি কে? (অর্থাৎ মানুষের মাঝে উত্তম ব্যক্তি কে?) ইরশাদ করলেন: "যে দীর্ঘজীবি হলো এবং উত্তম কাজ করলো।" আরয করলো: নিকৃষ্ট লোক কে? ইরশাদ করলেন: "যে দীর্ঘজীবি হলো আর মন্দ কাজ করলো।"[৩]

অতএব নেককারের জন্য জীবন নেয়ামত এবং গুনাহগারের জন্য জীবন শাস্তি স্বরূপ। কিন্তু মৃত্যু আকাঙ্ক্ষার এই খেয়াল থেকে যে, যতদিন জীবিত থাকবো, বেশি গুনাহ করবো, এটা মূর্খতা, যদি গুনাহকে মন্দ মনে করে তখন তা বর্জন করতে প্রস্তুত হয়[৪] এবং

---

১. "সুনানে ইবনে মাজাহ", কিতাবুত তাবিরির রিওয়াইয়া, ৪/৩১৩, হাদীস ৩৯২৫। "আল মুসনাদ" লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩/২২৯, হাদীস ৮৪০৭।

২. "সুনানুন নাসায়ী", কিতাবুল জানায়িয, বাবু তামনীল মাউত, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮১৭-১৮১৮ "আল মুসনাদ" লি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪/২০২, হাদীস ১১৯৭৯।

৩. "সুনানে তিরমিযী", আবওয়াবুয যুহুদ, বাবু মিনহু, ৪/১৪৮, হাদীস ২৩৩৭।

৪. অর্থাৎ যদি গুনাহকে মন্দ মনে করে তবে গুনাহ ছেড়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

www.dawateislami.net

দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করে যাতে ইবাদত ও রিয়াযত দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ করে (اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ)[১]

হযরত মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: (يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا)[২] দোয়া ধ্বংস নয় বরং আশা ও আকাঙ্ক্ষার অতীত এবং "দুঃখ ও কষ্টে ঘাবড়ানোর" গন্ডি এই জন্যই আমি উল্লেখ করেছি যে, এই দোয়া (অর্থাৎ মৃত্যু কামনা করা) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি ও সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং নেককারদের সাথে সহাবস্থানে জন্য হলে জায়িয।

হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلَیۡہِ السَّلَام দোয়া করতেন: تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ[৩]

অনুরূপভাবে দ্বীনের মাঝে ফিতনা দেখা দিলে তখন মৃত্যুর দোয়া করা জায়িয।

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: إذا أردتَ بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون[৪]

---

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় নেকীসমূহ গুনাহ সমূহকে মিটিয়ে দেয়। (পারা ১২, সূরা হুদ, আয়াত ১১৪)

২. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** 'হায়! এর পূর্বে কোনভাবে আমি যদি মারা যেতাম এবং লোকের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম'।

(পারা ১৬, মরিয়ম, আয়াত ২৩)

৩. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আমাকে মুসলমানরূপে উঠাও এবং তাদেরই সাথে মিলাও যারা তোমার একান্ত নৈকট্যের উপযোগী।

(পারা ১৩, ইউসূপ, আয়াত ১০১)

৪. হে **আল্লাহ**! যখন তুমি কোন জাতীর সাথে আযাব ও পথভ্রষ্টতার ইচ্ছার পোষন করবে (তাদের মন্দ আমলের কারণে) তবে আমাকে সেই ফিতনা থেকে বিরত রেখে তোমার নিকট উঠিয়ে নাও। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীরুল কোরআন, বাবু ওয়ামান সূরাতিস সাদ, ৫/১৬১, হাদীস, ৩২৪৬)

www.dawateislami.net

হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যু কামনা করবে না কিন্তু যখন নেকী করার প্রতি আস্থা থাকে না।"[১]

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সারাংশ হলো, দুনিয়াবী ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যু কামনা করা নাজায়িয এবং দ্বীনি ক্ষতির ভয়ে জায়িয। **"দুররে মুখতার"** ও **"আল খুলাসাতি"** ইত্যাদি।[২]

মাসআলা নং ৭: শরয়ী অনুমতি ছাড়া অহেতুক কারো মৃত্যু এবং ক্ষতির দোয়া না করা। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكُهم

"যখন তুমি কোন ব্যক্তিকে বলতে শুনবে, সে বলছে যে, লোকেরা ধ্বংস হোক[৩] তখন সে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসশীল।"[৪]

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: একজন মদ্যপায়ীকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট আনা হলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলামী দন্ডের আদেশ দিলেন, কেউ তাকে পাথর মারতে, কেউ জুতা মারতে লাগলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "একে তিরস্কার করো"। কেউ বললো: **আল্লাহ**র প্রতি ভয় হলো

---

১. "আল মুসনাদ" লি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩/২৬৩, হাদীস ৮৬১৫।

২. "দুররুল মুখতার", কিতাবুল হাযর ওয়াল ইবাহাতি, ফসলু ফিল বাইয়ী, ৯/৬৯১।
"খোলাসাতুল ফতোয়া", কিতাবুল কারাহিয়্যাতি, আল ফসলুস সানি ফিল ইবাদাত,৪/৩৪০।
"আল হিন্দিয়া", কিতাবুল কারাহিয়াতি, আল বাবুস সালাসুনা ফিল মুতাফররিকাত, ৫/৩৭৯।

৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের ধ্বংস ও ক্ষতি চায়, যে সবচেয়ে বেশি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ধ্বংসশীলদের ধ্বংসে লিপ্ত ও মন্দ এবং নিজেকে তাদের চেয়ে বড় মনে করে, সে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসে পতিত ও মন্দ। وَاللهُ اَعْلَمُ

৪. "আল মুসনাদ" লিইমাম ইহমদ বিন হাম্বল, ৩/১০২, হাদীস ৭৬৮৯।

www.dawateislami.net

না। কেউ বললো: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি তোমার লজ্জা হলো না। একজন বললো: أَخۡزَاكَ اللهُ "**আল্লাহ** তোমাকে হতভাগ্য করুক।" ইরশাদ করলেন: এরূপ বলো না বরং বলো: اَللّٰهُمَّ اغۡفِرۡ لَهٗ اَللّٰهُمَّ ارۡحَمۡهُ "হে **আল্লাহ**! তাকে ক্ষমা করে দাও, হে **আল্লাহ**! তাকে দয়া করো।"(১)

তুফাইল বিন ওমর দোসী তাঁর গোত্রের অভিযোগ করলো এবং আরয করলো: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! দোসের জন্য দোয়া করুন।(২) ইরশাদ করলেন: اللّٰهمّ اهد دّوسًا وآت بهم

১. "সুনানে আবী দাউদ, বাবু ফিল হদ ফিল খামর, ৪/২১৬-২১৭, হাদীস ৪৪৭৭-৪৪৭৮।

২. হযরত তুফাইল বিন ওমর দোসী ইয়ামেনের প্রসিদ্ধ গোত্র দোসের লোক ছিল, তিনি মক্কাতেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে ইসলাম কবুল করেছিলেন এরপর নিজের দেশে ফিরে গেলেন এবং অনেকদিন সেখানেই ছিলেন, খায়বরের ঘটনার সময়ে নিজের অনুসারীদের নিয়ে খায়বরেই উপস্থিত হলেন, অতঃপর মদীনা তায়্যিবায় বসবাস করতে লাগলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন, তার উপাধী **"যুন নুরাঈন"**ও ছিলো, তিনি ইসলাম কবুল করার সময় এরূপ আরয করেছিলেন: আমাকে দোসের দিকে প্রেরণ করুন এবং আমাকে কোন নিদর্শন দান করুন, যা দ্বারা তাদের হেদায়ত নসীব হয়, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ**! তাকে নূর দান করো, এই দোয়ার বরকতে তাঁর উভয় চোখের মাঝখানে নূর প্রজ্জলিত হতো, তিনি আরয করলেন: আমার সন্দেহ হচ্ছে, তারা এরূপ বলবে যে, তার আকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে, তখন এই আলো তাঁর চাবুকে স্থানান্তরিত হয়ে গেলো, তাঁর চাবুক অন্ধকার রাতে জ্বলতো, তাই তাঁর নাম হয়ে গেলো **"যুন নূর"**। তাঁর এই দোসের ধ্বংসের দোয়ার আবেদন দ্বিতীয়বার উপস্থিত হওয়ার পরের ঘটনা ছিলো, যখন তিনি খায়বরে তাঁর আশি বা নব্বইজন সাথীদের নিয়ে প্রিয় নবী খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তিনি এটাও আরয করেছিলেন যে, ☞

www.dawateislami.net

"**আল্লাহ**! দোসদের হেদায়ত করুক এবং তাদেরকে এখানে নিয়ে আসুন।"(১)

অনুরূপভাবে যখন শকীফের(২) পাথরে অসংখ্য মুসলমান শহীদ হয়েছে, সাহাবারা আবেদন করলেন: তাদের জন্য দোয়া

☜ দোসে যিনা ও সূদ প্রসার লাভ করেছে, তাদের ধ্বংসের জন্য দোয়া করুন (তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের হেদায়তের জন্য দোয়া করলেন)।

("নুযহাতুল ক্বারী", কিতাবুল জিহাদ, বাবুদ দোয়া আলাল মুশরিকিন..., ৬/২২৭)

১. "সহীহুল বুখারী", কিতাবুল জিহাদ , বাবুদ দোয়া লিল মুশরিকিন বিল হাদী লিয়াতলিহুম, ২/২৯১, হাদীস ২৯৩৭।

২. এটাও আরবের একটি গোত্রের নাম।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যায়িদ বিন হারেসা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে তায়েফ যাওয়ার ইচ্ছা করলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে গিয়ে আব্দু ইয়ালিল বিন আমর বিন উমাইর এবং তার ভাই মাসউদ ও হাবীবকে ইসলামে দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দাওয়াতের খুবই খারাপ ভাবে প্রত্যাখ্যান করলো, একজন বললো: যদি আপনাকে খোদা পয়গম্বর বানায় তবে তা কাবার পর্দা বিদীর্ণ করছে, আরেকজন বললো: খোদার কি পয়গম্বরের জন্য আপনি ছাড়া আর কাউকে পাননি? তৃতীয়জন বললো: আমি কখনোই আপনার সাথে কথা বলতে পারিনা, যদি আপনি পয়গম্বর দাবীতে সত্য হন তবে আপনার সাথে কথা বলা আদবের পরিপন্থি এবং যদি মিথ্যুক হন তবে কথা বলার অনুপযুক্ত। যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন তখন তারা দুর্বৃত্ত এবং গোলামদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করলো, যারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অত্যন্ত ঘৃন্য ও বেআদবী মূলক শব্দ দ্বারা গালমন্দ করছিলো এবং তালি বাজাচ্ছিলো, ততক্ষণে লোক সমাগম হয়ে গেলো আর তারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উভয় দিকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গলো, যখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাঝখান দিয়ে যেতে লাগলেন তখন কদম মুবারক উঠাতেই **তাঁর** কদমে পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করলো, একপর্যায়ে নালাঈন মুবারক (জুতা মুবারক) রক্তে ☞

www.dawateislami.net

করুন: ইরশাদ করলেন: اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا "হে **আল্লাহ**! শাকীফকে হেদায়ত দান করো।"(১)

উহুদের যুদ্ধে জালিমরা দাঁত মুবারক পাথর বর্ষনে শহীদ করলো এবং তায়েফের কাফেররা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোমল শরীরে এমন ভাবে পাথর বর্ষন করে যে, হাঁটু মুবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো, কিন্তু তাদের জন্যও ধ্বংসের দোয়া ও ক্ষতির দোয়া করেননি, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি চাইতেন, তারা সবাই ধ্বংস হয়ে যেতো।

আতিয়ায় (২)اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ এর তাফসীরে বলা হয়: "مُعْتَدِيْنَ" দ্বারা ঐসকল লোকেরাই উদ্দেশ্য, যারা মানুষের ব্যাপারে সীমা অতিক্রম করে আর বলে: **আল্লাহ পাক** তাদের ধ্বংস করুক, **আল্লাহ পাক** তাদের প্রতি অভিশাপ দিক।(৩)

☜ রঞ্জিত হয়ে গেলো, যখন **তাঁর** পাথরের আঘাত লাগতো তখন **তিনি** বসে যেতেন, কিন্তু তারা ধরে দাঁড় করিয়ে দিতো, যখন হাটা শুরু করতেন তখন পাথর বর্ষন শুরু করতো এবং পাশাপাশি হাসাহাসি করতো, ওতবা এবং শায়বা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রবল শত্রু ছিলো, কিন্তু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই অবস্থা দেখে তাদের মন নম্র হয়ে গেলো। ("আস সীরাতুল হালবিয়া" থেকে সংক্ষেপিত, বাবু যিকরি খুরুজিন নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইলাত তাঈফ, ১/৪৯৮-৪৯৯। "আস সীরাতুন নবুয়তি" লি ইবনে হিশাম, ১৬৭ পৃষ্ঠা)

১. "সুনানে তিরমিযী", কিতাবুল মানাকিব, বাবু ফি শকীফ ওয়া বনী হানফিয়াতি, ৫/৪৯২, হাদীস ৩৯৬৮।

২. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় সীমাতিক্রমকারীগণ **তাঁর** নিকট পছন্দনীয় নয় । (পারা ৮, সূরা আরাফ, আয়াত ৫৫)

৩. "তাফসীরে বাগভী", পারা ৮, আল আরাফ, ৫৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ২/১৩৮।

www.dawateislami.net

মাওলানা ইয়াকুব চারাখী আয়াত: [১] فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ এর তাফসীরে লিখেন: আরিফদের নসীব হলো, বিপদে ধৈর্যধারন করা এবং অস্বীকারকারীদের অস্বীকারে পরিবর্তন না হওয়া বরং **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের উপর আমল করা, কেননা **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اللّٰهم اهد قومي فإنّهم لايعلمون "হে **আল্লাহ**! আমার জাতীকে হেদায়ত দান করো, কেননা তারা জানে না।"

হ্যাঁ! যদি কোন কাফের ঈমান না আনার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রবল ধারনা হয় এবং জীবিত থাকাতে দ্বীনের ক্ষতি হয় বা কোন অত্যাচারীর প্রতি তাওবা এবং অত্যাচার বর্জন করার আশা না থাকে আর তার মৃত্যু বা ধ্বংস হওয়া সৃষ্টির জন্য উপকারী হয়, এরূপ ব্যক্তির প্রতি বদদোয়া করা বিশুদ্ধ।

সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام যখন দেখলেন, জাতীর অবাধ্যরা নিজেদের কুফরী থেকে বিরত হবে না এবং ওদ্দ, সুয়াআ, ইয়াগোস, ইয়াউক ও নাসরকে ছাড়বে না,[২] **আল্লাহ পাকের**

---

১. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** অতঃপর **তাঁকে তাঁর রব** মনোনীত করে নিলেন এবং আপন খাস নৈকট্যের উপযোগীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

(পারা ২৯, সূরা ক্বলম, আয়াত ৫০)

২. হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর জাতীরা এই চারটির পূজা করতো এবং এদের ইবাদত ছাড়তে প্রস্তুত ছিলোনা, সূরা নূহ এর ২৩নং আয়াতে এই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য **"খাযায়িনুল ইরফান"**এর ৬৮৬ পৃষ্ঠা, **"নূরুল ইরফান"** এর ১৯১২ পৃষ্ঠা এবং **"ফতোওয়ায়ে রযবীয়া"** এর ২৪তম খন্ডের ৫৭৩ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

www.dawateislami.net

দরবারে আরয করলেন: رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا **"হে আমার প্রতিপালক!** পৃথিবী পৃষ্ঠে কাফিরদের মধ্যে কোন বসবাসকারী রেখো না!" (পারা ২৯, সূরা নূহ, আয়াত ২৬)

অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কিবতিদের জন্য দোয়া করলেন: رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ **"হে আমাদের প্রতিপালক!** তাদের সম্পদ বিনষ্ট করে দাও এবং তাদের হৃদয় কঠোর করে দাও যেন ঈমান না আনে যতক্ষণ পর্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি না দেখে।"

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৮৮)

আর এই ধরনের অভিযোগের ব্যাপারে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকেও কখনো কখনো কিছু কাফেরের জন্য দোয়া করা প্রমাণিত।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: এর কিছু হযরত মুসান্নিফ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ **"সুরুরুল কুলুব ফি যিকরিল মাহবুব"** এর মুজিযাত অংশে উল্লেখ করেছেন।[১]

মাসআলা নং ৮: কোন মুসলমানকে এরূপ বদদোয়া না করা যে, তুমি কাফের হয়ে যাও, কেননা ওলামাদের মতে এটা কুফরী আর প্রকাশ থাকে, যদি কুফরকে ভাল বা ইসলামকে মন্দ মনে করে বললে কোন সন্দেহ ছাড়াই কুফরী, অন্যথায় বড় গুনাহ, কেননা মুসলমানের ক্ষতি চাওয়া হারাম, বিশেষকরে এরূপ ক্ষতি চাওয়া সকল ক্ষতির চেয়েও নিকৃষ্ট।

১. "সুরুরুল কুলুব", মু'জিযাতি মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ৩১৫-৩১৬ পৃষ্ঠা।

www.dawateislami.net

মাসআলা নং ৯: কোন মুসলমানের প্রতি অভিশাপ না করা এবং মরদুদ ও মালাউন না বলা এবং যে কাফেরের কুফরের উপর মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত নয় তার নাম নিয়েও অভিশাপ না দেয়া, এমনকি কিছু ওলামার মতে অভিশাপের অধিকারীকেও অভিশাপ না দেয়া[১] অনুরূপভাবে মাছি ও বাতাস এবং জড় বস্তু ও প্রাণীর[২] উপরও অভিশাপ দেয়া নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মুসলমান অনেক বিদ্রুপকারী[৩] ও অভিশাপ প্রদানকারী এবং অশ্লিল ও অহেতুক বকবককারী হয় না।"[৪]

১. "মিনহুর রউযুল আযহার" লিল ক্বারী, আল কবীরাতু লি তাখরিজিল মু'মিনিন আনিল ঈমান, ৭২ পৃষ্ঠা এবং "আশিয়াতুল লুমআত", কিতাবুল আদাব, বাবু হিফযুল লসান মিনাল গাইবাতি ওয়াশ শিতম, ৪/৭১।

২ কিন্তু বিচ্ছু ইত্যাদি কিছু প্রাণীর প্রতি হাদীস শরীফে অভিশাপ এসেছে।

৩ فی رواتہ "الترمذی": (لا یکون المؤمن لعّاناً)

("সুনানে তিরমিযী", বাবু মাজাআ ফিল লাআন ওয়াত তাআন, ৩/৪১০, হাদীস ২০২৬)

فی أخری له: (لا ینبغي للمؤمن أن یکون لعّاناً)

("সুনানে তিরমিযী", বাবু মাজাআ ফিল লাআন ওয়াত তাআন, ৩/৪১০, হাদীস ২০২৬)

وروی أیضاً: (المسلم لیس بلعّان)

("সুনানে তিরমিযী", কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মাজাআ ফিল লাআনাতি, ৩/৩৯৩, হাদীস ১৯৮৪)

وللبخاری: لم یکن رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیه وسلم فاحشاً ولا اعّاناً

("সহীহ বুখারী", বাবু মা ইয়ানহী মিনাস সাবাব ওয়াল লাআন, ৪/১১২, হাদীস ৬০৪৬)

৪. "সুনানে তিরমিযী", কিতবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মাজাআ ফিল লাআন ওয়াত তাআন, ৩/৩৯৩, হাদীস ১৯৮৪।

www.dawateislami.net

অপর হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "অনেক বেশি অভিশাপ প্রদানকারী কিয়ামতের দিন সাক্ষী প্রদানকারী ও শাফায়াতকারী হবে না।"(১)

তৃতীয় হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "মুসলমানের অভিশাপ তার হত্যার ন্যায়।"(২)

চতুর্থ হাদীসে রয়েছে: "যখন বান্দা কাউকে অভিশাপ দেয়, সেই অভিশাপ আসমানের দিকে উঠে যায়, তখন এর দরজা বন্ধ হয়ে যায়, এখানে তোমার স্থান নেই, অতঃপর জমিনের দিকে নেমে আসে, তখন এর দরজাও বন্ধ হয়ে যায় যে, এখানে তোমার স্থান নেই, অতঃপর ডানে বামে ঘুরতে থাকে, যখন কোথাও স্থান না পায়, তখন যাকে অভিশাপ দেয়া হয়েছিলো সে যদি অভিশাপের উপযুক্ত হয় তবে তার নিকট যায়, অন্যথায় প্রদানকারীর দিকেই ফিরে আসে।"(৩)

আর ইরশাদ করেন: হে মহিলারা! সদকা দাও, কেননা আমি তোমাদেরকে দোযখে অধিকহারে দেখেছি, অর্থাৎ দোযখে ব্যাপক মহিলা পেয়েছেন। আরয করা হলো: কি কারণে? ইরশাদ করলেন: তোমরা অভিশাপ বেশি দাও।(৪)

ইমাম গাযালী **"কিমিয়ায়ে সাআদাত"** এ উদ্ধৃত করেন: এক ব্যক্তি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সময় অনেকবার মদ পান

---

১. "সহীহ মুসলিম", কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবুন নাহয়ি আন লাআন আদওয়াব ওয়াগাইরুহা, ১৪০০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৫৯৮।
২. "সহীহ বুখারী", কিতাবুল আদব, বাবু মা ইয়ানহী মিনাস সাবাব ওয়াল লাআন, ৪/১১২, হাদীস ৬০৪৭ এবং "আল মু'জামুল কবীর", ২/৭৩, হাদীস ১৩৩০।
৩. "সুনানে আবী দাউদ", কিতাবুল আদব, বাবু ফিল লাআন, ৪/৩৬২, হাদীস ৪৯০৫।
৪. "সহীহ বুখারী", কিতাবুল হায়েয, বাবু তরকিল হায়েযিস সাওম, ১/১২৩, হাদীস ৩০৪।

www.dawateislami.net

করলো। একজন সাহাবী তাকে অভিশাপ দিলেন এবং বললেন: কতদিন তার ফ্যাসাদ অবশিষ্ট থাকবে? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "শয়তান তার শত্রু বিদ্যমান, সেই যথেষ্ট, তবে অভিশাপ দিয়ে শয়তানের বন্ধু হয়ো না।"(১)

আর এক ব্যক্তি মদ পান করলো, লোকেরা তাকে মারলো এবং অভিশাপ দিলো। ইরশাদ করলেন: "অভিশাপ দিওনা, কেননা সে **আল্লাহ পাক** ও **রাসূল**কে ভালবাসে।"(২)

প্রশ্ন: শরআ শরীফে অত্যাচারী ও সূদখোরদের এবং এব্যাপারে পাঠকারীর উপর ও ঐ ব্যক্তির উপর, যে নিজের পিতা মাতার উপর অভিশাপ দেয় আর যে বিদআতীদের স্থান দেয় এবং যে **আল্লাহ** ছাড়া অন্য কারো জন্য পশু জবাই করে ও তারা ছাড়া অন্য গুনাহগারদের উপর অভিশাপ পতিত হয় এবং পূর্ববর্তী নবীরাও عَلَيْهِمُ السَّلَام কাফেরদের অভিশাপ দিতেন:

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ(৩)

আর ফিরিশতারাও তাদের প্রতি অভিশাপ দিতো:

اُولٰٓىٕكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَ الْمَلٰٓىٕكَةِ وَ النَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ○ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا(৪)

---

১. "কিমিয়ায়ে সাআদাত", আসলে পঞ্চম, ১ম অধ্যায়, ১/৩৭১।

২. "সহীহ বুখারী", কিতাবুল হুদুদ, বাবু মা ইয়াকরা মিন লাআন শারিবুল খামার, ৪/৩৩০, হাদীস ৬৮৮০। এবং "কিমিয়ায়ে সাআদাত", রুকনে সুম, ২/৫৭৩।

৩. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** অভিশপ্ত হয়েছে ওই সব লোক, যারা কুফরী করেছে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে, দাউদ এবং মরিয়ম তনয় ঈসার ভাষায়। (পারা ৬, মায়েদা, ৭৮)

৪. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তাদের কর্মফল হচ্ছে তাদের উপর লা'নত অবধারিত-**আল্লাহ**, ফিরিশতা এবং মানবজাতি-সকলের। সর্বদা তাতে থাকবে। (পারা ৩, আলে ইমরান, ৮৭-৮৮)

www.dawateislami.net

উত্তরঃ লানত (অভিশাপ) এর শাব্দিক অর্থ তিরস্কার করা ও দূরত্ব এবং শরীয়াতের পরিভাষায় কখনো তা তিরস্কার দ্বারা **আল্লাহ**র দয়া ও বেহেশত থেকে দুরত্ব আর কখনো তিরস্কার দ্বারা **তাঁর** নৈকট্য এবং বিশেষ দয়া ও এখানে প্রথমটিই উদ্দেশ্য।[১]

প্রথম অর্থ কাফেরদের জন্য বিশেষায়িত। যে ব্যক্তির কুফরের উপর মৃত্যু হওয়া নিশ্চিত, যেমন; আবু জাহেল, আবু লাহাব, ফেরআউন, শয়তান, হামান তাদের উপর অভিশাপ দেয়া জায়িয, আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام যাদের উপর অভিশাপ করতেন, **আল্লাহ পাক** জানানোর কারণে সেই কাফেরদের মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং ফিরিশতারাও তাদের অভিশাপ করে যাদের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** দানক্রমে অবহিত হতেন। বা আম্বিয়া ও ফিরিশতারা কাফেরদের প্রতি কাফের হিসেবেই অভিশাপ করতেন অর্থাৎ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ[২] বলতেন।

---

১. অভিধানে "লানত" অর্থ "দুরত্ব"।

শরীয়াতের পরিভাষায় লানত অর্থ দুই ধরণের বর্ণনা করা হয়েছে:

(১) **আল্লাহ পাকে**র দয়া এবং তাঁর জান্নাত থেকে দূরত্ব, তবে কারো উপর অভিশাপ করার অর্থ কখনো এমন হবে যে, তুমি **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও জান্নাত থেকে দূর হও।

(২) কখনো **আল্লাহ পাকে**র নৈকট্য এবং **তাঁর** বিশেষ দয়া থেকে দূরত্ব, বা পূর্ববর্তী নেককার বান্দাদের **তাঁর** নিকট যে মর্যাদা অর্জিত হয়েছিলো সেই মর্যাদা থেকে দূরত্ব উদ্দেশ্য হবে।

২. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** "**আল্লাহ**র লা'নত (অভিশাপ) অস্বীকারকারীদের উপর। **(পারা ১, বাকারা, ৮৯)**

www.dawateislami.net

আর দ্বিতীয় প্রকার: গুনাহগারও অন্তর্ভূক্ত, যেখানে কোরআন বা হাদীসে অভিশাপ শব্দ গুনাহগারদের জন্য উল্লেখ করেছেন, সেখানে অপর দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য। কিন্তু এই প্রকারটিও জায়িয, সাধারণের জন্য নিন্দা لَعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَى الۡكٰذِبِيۡنَ (মিথ্যুকদের প্রতি **আল্লাহ**র লানত) এবং لَعۡنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيۡنَ (অত্যাচারীদের প্রতি **আল্লাহ**র লানত) বলতে পারবে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর করা যাবে না।

শায়খে মুহাক্কীক[১] বলেন: "অভিশাপ দেয়া কারো উপর জায়িয নয়, শুধুমাত্র তাকে ছাড়া যার কাফের হয়ে মারা যাওয়া সম্পর্কে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সংবাদ দিয়েছেন এবং সেই বিশেষকরে কাফেরের উপর যে, মৃত্যুর সময় ঈমান আনার সম্ভাবনা[২] রয়েছে, তাই অভিশাপ দিবে না।

---

১. "আশিয়াতুল লুমআত", কিতাবুল আদাব, বাবু হিফযুল লিসান মিনাল গীবাতি ওয়াশ শাতাম, ৪/৭১।

২. অর্থাৎ এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, অমুক কাফের মৃত্যুর সময় হয়তো ঈমান এনেছিলো।

কিছু ধোকাবাজ এই বিষয়টিকে ভিত্তি বানিয়ে সহজ সরল মুসলমানদের প্রতারণায় ফেলার চেষ্টা করে যে, "ভাই! কাফেরদেরকে কাফের বলো না! কে জানে কখন মুসলমান হয়ে যায়?"

চিন্তার বিষয়তো এটাই যে, প্রথমে স্বয়ং নিজেই কাফের বলে ফেলেছে, অতঃপর বলছে কাফের বলো না, অথচ স্বয়ং কোরআনে মজীদেরই এই ব্যাপারে তাকিদ দেয়া হয়েছে যে, কাফেরকে কাফেরই বলবে এবং মুমিনকে মুমিন, আপনি কি ভাবছেন না যে, কোরআনে ☞

www.dawateislami.net

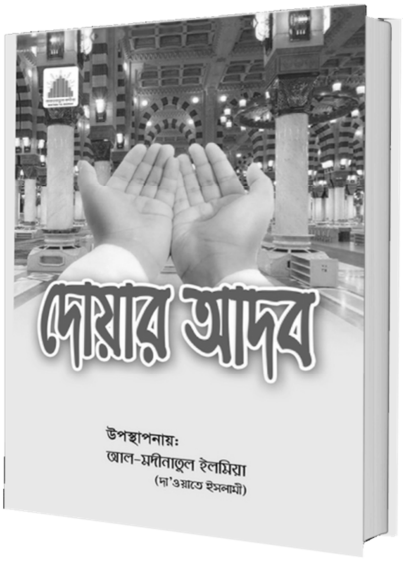

☜ পাকে কাফেরকে কাফের বলেই ডাকা হয়েছে বরং কোরআনে পাকে একটি পরিপূর্ণ সূরার নামই "সূরা কাফিরুন" রাখা হলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন বিবেকবান ব্যক্তি এই সত্যতাকে অস্বীকার করতে পারবে না, যেই জিনিষ যেই অবস্থায় হয়, তাকে সেই সময় সেই জিনিস দ্বারাই ডাকা হবে। যেমন; গম যতক্ষন তার আসল রূপে থাকে, তাকে গমই বলা হবে এবং যখন তা পিষে আটা বানানো হয় তখন তা কেউ গম বলবে না বরং আটাই বলবে আর যখন আটাকে রুটি বানানো হবে তখন একে আটা নয় বরং রুটিই নামেই বলা হবে এবং রুটি খেয়ে তা ময়লা হিসেবে বরে হবে তখন একে রুটি নয় বরং ময়লাই বলা হবে, তখন সেই ব্যক্তিরা কেন বের না যে, গমকে গম বলো নাম জানিনা কখন আটা হয়ে যায় এবং আটাকে আটা বলো না জানিনা কখন তা রুটি হয়ে যায় ইত্যাদি...

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"দিনের" ঘোষণা

রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রতিদিন সকালে যখন সূর্য উদিত হয়, তখন "দিন" এটি ঘোষণা করে: যদি আজ কোন ভাল কাজ করার থাকে তবে করে নাও, কেননা আজকের পর আমি কখনো ফিরে আসব না।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৮৬, হাদীস: ৩৮৪০)

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

দেখতে থাকুন

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net